গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. সেলিনা আক্তার অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	২৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	Zoom অনলাইন প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি এসডিজি বাস্তবায়ন সরকারের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে সভার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন এবং আলোচনা শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন-কে অনুরোধ জানান।

০২। এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর ১৭ টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। তিনি জানান, ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের ৫ জন কর্মকর্তাকে ৫টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব সামছুদ্দিন মুন্নাকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব সামছুদ্দিন মুন্না গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। ইন্ডিকেটর ৮.৫.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব, বেগম শাহানা জামান বলেন, বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ঘণ্টাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা এ ইন্ডিকেটরের মূখ্য কাজ। বেশ কয়েকটি সেক্টরে এটি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে ইট ভাটাসহ কয়েকটি ইনফর্মাল সেক্টরে নারী-পুরুষের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের অসমতা রয়েছে।

০৪। ইন্ডিকেটর ৮.৬.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ আব্দুল কাদের বলেন, এসডিজি টার্গেট ৮.৬ এর আওতায় ইন্ডিকেটর ৮.৬.১ বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় লীড এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কো-লীড হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০১৬-২০২০ সময়কালের এসডিজি নির্দেশক ৮.৬.১ বাস্তবায়ন অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্য এবং ২০২১-২০২৫ সময়কালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ওপর মতামত (মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত আরও একটি পত্রের মাধ্যমে (মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে তথ্য চাওয়া হয়েছে। NEET (Neither Employed nor in education or training) জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিনা বা ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হবে কিনা তার বিস্তারিত তথ্য নির্ধারিত ছকে তথ্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রণালয় হতে এ সংক্রান্ত কোন প্রকল্প গ্রহণ করার হয়নি। এ ইন্ডিকেটর ৮.৬.১ বাস্তবায়নের জন্য কি ধরণের প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন এর নির্দেশনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক, জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ বলেন, শ্রম অধিদপ্তর হতে কর্মে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বেকার জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি এ দপ্তর হতে সম্পন্ন করা হয় না। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। উপসচিব, কর্মসংস্থান অধিশাখা বলেন, NEET জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা **(২০২১-২০২৫)** অনুযায়ী ১,২৪,৩৫০ জনকে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের গঠনের কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। অধিদপ্তর গঠিত হলে সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক আরও বলেন, শ্রম অধিদপ্তর হতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র কর্মসংস্থান শাখায় প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।

০৫। এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, ইন্ডিকেটর ৩.৯.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ডাটা প্রদানকারী হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে বাদ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে সংস্থাগুলো কোন জবাব প্রেরণ করেনি । তাছাড়া ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০% আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনতে হবে। পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমানো জন্য ২০১৫-২০২০ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিলো। যাতে আহত হবার ঘটনা ছিল ২০১৫ সালে ৩৮২টি এবং ২০২০ সালে মারাত্মক ৭০টি এবং মারাত্মক নয় ১১৮টি । সুতরাং শতাংশ হারে আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হয়ে থাকে। এ তথ্যগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা হয় সে বিষয়ে জানানোর জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান। জনাব মনোয়ার হোসেন বলেন, অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ কারখানা/প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করে কিন্তু মালিক পক্ষ সদিচ্ছায় এ তথ্য প্রেরণ করে না । কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী মালিক পক্ষ হতে এ তথ্য প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে ।

০৬। সূচক ৮.৮.১ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের বিষয়ে যুগ্মসচিব (আই,ও) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বলেন যে, আইএলও-এর কনভেশন অনুযায়ী এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২ এর প্রধান কাজ শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা । আইএলও কর্তৃক নির্ধারিত ৬টি টেক্সট রয়েছে যা বিবেচনায় নিয়ে ডাটা প্রদান করতে হবে। মূলত শ্রমিকদের শ্রমমান কেমন সেই টেক্সট দেখে কাজ করতে হবে। আইএলও শ্রম আইনে কিছু সংশোধনী প্রদান করেছে। আইনটি সংশোধন হয়ে গেলে ডাটা প্রদান করা সম্ভব হবে। পূর্ণাঙ্গ ডাটা দেয়া সম্ভব না হলেও আংশিক (Partial) তথ্য/উপাত্ত প্রস্তুত করে কর্মসংস্থান শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে যেগুলোতে আমরা ভাল করতে পারবো সেগুলোর রিপোর্ট দেওয়া যায় কি না? এতে উপসচিব (কর্মসংস্থান) বলেন, ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC) কমিটি আগামী সভার পূর্বেই যেই পয়েন্টগুলোতে ডাটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো বাদ রেখে যেসকল পয়েন্টগুলোতে ডাটা দেওয়া সম্ভব যেটুকু সমন্বিত একটি প্রতিবেদন ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC)-তে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা যায়। এ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কমিটি যাচাই-বাছাই করে কিছু গ্রহণ করবে কিছু সংশোধনী এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এতে করেও কিছুটা অগ্রগতি উঠে আসবে। সে লক্ষ্যে ১ মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

০৭। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকেএসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-এর ওয়েবসাইটের এসডিজি

কর্ণারে এসডিজি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে আপলোড করায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
১.	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, কর্মসংস্থান শাখা; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২-এ ডাটা প্রদানের জন্য একটি খসড়া প্রতিবেদন ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC)-তে উপস্থাপনের জন্য ১ (এক) মাসের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আই,ও), উপসচিব (কর্মসংস্থান), সিনিয়র সহকারী সচিব (আই,ও), সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান), মোঃ সোহেল আজিম, সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৩.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের SDGs ফোকাল পয়েন্ট কমিটি পদবী অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে। তাছাড়া শ্রম অধিদপ্তরের এসডিজি কমিটি ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের এসডিজি কমিটি সংশোধন করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড
৪	ইন্ডিকেটর ৩.৯.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ডাটা প্রদানকারী হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে বাদ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । এ বিষয়টি পুনরায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের দৃষ্টিগোচরের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫	২০২১-২০২১ অর্থ বছরের শুরুতেই এসডিজি সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

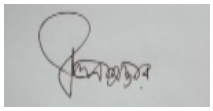

ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০০২.২০.৪০

তারিখ: ১৫ আষাঢ়.১৪২৮
২৯ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৩) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় তহবিল

৫) যুগ্মসচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৬) উপসচিব, সমন্বয় শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭) উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কর্মসংস্থান অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৮) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৯) উপ-সচিব, রপ্তানীমূখী শিল্প অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০) উপসচিব, মজুরী বোর্ড শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১১) উপসচিব, শ্রম শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা শাখা-১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৫) সহকারী পরিচালক , তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সেল , শ্রম অধিদপ্তর

১৬) সচিব, সচিব এর দপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

১৭) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুল কাদের
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)